দৈনিক বাংলা

১৪১

তারিখ 1 DEC 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

সিলেটে সম্ভাব্য ছাত্র সংঘর্ষ ঠেকাতে গিয়ে গুলিতে পুলিশ নিহত

নিজস্ব সংবাদদাতা : সিলেট, ৩০ ডিসেম্বর।–আজ দুপুর ১২টায় শহরের টিলাগড় এলাকার শাপলাবাগে দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সম্ভাব্য সংঘর্ষ ঠেকাতে গিয়ে একজন পুলিশ কনস্টেবল গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। রাত সাড়ে ৯টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সিলেটের এসপি ও জেলা প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পুলিশলাইনেরয়েছেন।

পুলিশের একটি সূত্র জানায়, গত রোববার সিলেট এসসি কলেজ ও টিলাগড় এলাকায় সংঘটিত ছাত্র সংঘর্ষের জের

(শেষ পৃঃ ৭–এর কঃ দ্রঃ)

প্রেসনোট

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেসনোটে বলা হয় : সোমবার সকালে সিলেট শহরে একটি দুঃখজনক ঘটনার ফলে পুলিশের একজন কনেস্টবল জনাব শহীদ মিঞা গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। সকল প্রকার বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য সরকার প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে অবহিত করা সমীচীন বলে মনে করে।

রোববার সিলেট এমসি কলেজ ও সিলেট সরকারী কলেজের দু'দল ছাত্রের মধ্যে সংঘাত ঘটে। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র

(শেষ পৃঃ ৭–এর কঃ দ্রঃ)

প্রেসনোট

(প্রথম পৃঃ পর)

করে সোমবার দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে পুনরায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। একটি সংগঠনের কর্মীরা কলেজ চত্বরে এবং আবার একটি সংগঠনের কর্মীবৃন্দ পার্শ্ববর্তী শাপলাবাগ এলাকায় জমায়েত হয়। শাপলাবাগ এলাকায় জমায়েত ছাত্র সংগঠন (ছাত্রলীগ শা–অ) এর সমর্থকগণ কলেজ চত্বরে অবস্থানরত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কর্মীদের উপর হামলা চালাবার প্রস্তুতি নিলে কর্তব্যরত পুলিশ প্রতি–কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এক পর্যায়ে ছাত্রলীগ কর্মীগণ পিছু হটে যাবার সময় পুলিশ তাদের নিকট থেকে দুটি কাটা রাইফেল এবং একটি পাইপগান উদ্ধার করে। এই সময় সশস্ত্র ছাত্রলীগ কর্মীগণ পুলিশের প্রতি গুলিবর্ষণ করে। এতে কর্তব্যরত পুলিশ কনেস্টবল শহীদ মিঞার বুকে গুলি লাগে। গুলিবিদ্ধ পুলিশ কনেস্টবলকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে পুলিশ সংলগ্ন এলাকায় একটি ছাত্র মেসে তল্লাশি চালিয়ে একটি পাইপগান ও একটি চাইনীজ কুড়াল উদ্ধার এবং তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েনকরাহয়েছে।

সরকার এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চায় যে, শান্তি–শৃংখলা বজায় রাখার জন্য পুলিশ বাহিনী তাদের উপর আরোপিত দায়িত্ব পালন করে থাকে। কোন বিবেচনায় পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের প্রতি গুলি বর্ষণ করা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সরকার আশা করে যে সংশ্লিষ্ট সকল মহল পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে এরূপ কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকবেন এবং আইন–শৃংখলা রক্ষার জন্য সরকারকে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করবেন।

গুলিতে পুলিশ নিহত

(প্রথম পৃঃ পর)

ধরে আজ সকাল থেকেই কলেজ ক্যাম্পাসের আশে পাশে উত্তেজনা বিরাজ করছিলো। দুটি সংগঠনের কর্মীরা ক্যাম্পাস সংলগ্ন দুটি স্থানে সকাল থেকে অবস্থান নেয়। পুলিশ সম্ভাব্য সংঘর্ষ ঠেকাতে শাপলাবাগে পৌছলে সেখানে অবস্থান গ্রহণকারী দলটি কিছু অস্ত্র ফেলে পালিয়ে যায়। পুলিশ অস্ত্র উদ্ধার করার সময় কনস্টেবল শহীদ মিয়া (২৫) গুলিবিদ্ধ হন। পরে তাকে হাসপাতালে স্থানান্তর করলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণাকরেন।

ময়না তদন্ত শেষে পুলিশরা শহীদ মিয়ার লাশ মিছিল সহকারে পুলিশ লাইনে নিয়ে আসে। তারা বিভিন্ন স্লোগান দেয়।